দামুড়হুদায় উপজেলা পরিষদের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় উপজেলা পরিষদের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বেলা সাড়ে ১২টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সভা কক্ষে এই মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু’র সভাপতিত্বে এসময় সভায় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার সানজিদা বেগম।

উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহিদা বেগম, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি সজল কুমার দাস, উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান মনির, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জেল হোসেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হেলেনা আক্তার নিপা, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, নাটুদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শফি, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আঃ করিম বিশ্বাস, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিনসহ উপজেলা পরিষদের সব কার্যালয়ের কর্মকর্তা বৃন্দ।

দর্শনায় ইয়াবাসহ এক যুবক গ্রেফতার

দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১শ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ আবদুল্লা আল মামুনকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

জানাগেছে সোমবার বেলা ৩ টার দিকে অভিযান চালায় বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া ফার্ম পাড়ার মিলনের বাড়ির সামনে।দর্শনা

থানার অফিসার ইনচার্জ এ এইচ এম লুৎফুল কবিরের নেতৃত্বে, দর্শনা থানার এস আই তাইফুজ্জামান, এ এস আই তুহিন হোসেন, এ এস আই হাফিজুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান চালায় আকন্দবাড়িয়া মিলনের বাড়ির সামনে পাকা রাস্তার উপর। এ সময় পুলিশ আব্দুল্লাহ আল মামুন (২৮)কে দেহ তল্লাসী করে ১শ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেটসহ তাকে গ্রেফতার করে।

সে দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের পারকৃষ্ণপুর মসজিদপাড়ার রায়হান উদ্দিন, ছেলে।

গ্রেফতারকৃত আবদুল্লা আল মামুনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় প্রোডিউসার গ্রুপ ও লাইভস্টক ফার্মারস ফিল্ড স্কুলের উপকরণ বিতরণ

প্রোডিউসার গ্রুপ ও লাইভস্টক ফার্মারস ফিল্ড স্কুলের উপকরণ বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (১৬ জানুয়ারি) সকাল ১১ টায় উপজেলা প্রাণীসম্পদ ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের উদ্যোগে এ উপকরণ বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহীল কাফি। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন,’ প্রত্যেক মানুষ নিজ কর্মের মাধ্যমে নিজেকে এগিয়ে যেতে হবে। সরকারের দেওয়া সহযোগিতার মাধ্যমে প্রাণীসম্পদকে আরো প্রসস্ত বিস্তার করতে হবে। পশু পালনের মাধ্যমে পরিবারের পাশাপাশি সমাজে উন্নতি করা সম্ভব। সকলে চাকুরির পিছনে না ছুটে উদ্যোক্ত হতে হবে। এতে আর্থসামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি প্রাণী সম্পদের মাংসের ঘাটতি পুরণে ব্যাপক

ভুমিকা পালন করবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, প্রাণী সম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্পের মনিটরিং অফিসার আতিকুর রহমান, আরো উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সম্পাদক খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন উপজেলা প্রাণীসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা বাইজিদ খন্দকার।

আলমডাঙ্গার কেশবপুরে ৩শ গ্রাম গাঁজাসহ ব্যবসায়ী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গার কেশবপুর থেকে ৩’শ গ্রাম গাঁজাসহ মাদক বিক্রেতাকে আটক করেছে পুলিশ। সোমবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে ওসমানপুর ফাঁড়িপুলিশ মাদকদ্রব্য অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

মাদক বিক্রেতা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামের মৃত রবগুল মাঝির ছেলে ছইরুদ্দিন মাঝি।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের কেশবপুর গ্রামের মৃত রবগুল মাঝির ছেলে ছইরুদ্দিন মাঝি। দীর্ঘদিন যাবৎ পুলিশের চোঁখ ফাঁকি দিয়ে রমরমা গাঁজার ব্যবসা চালিয়ে আসছে। ইতো পূর্বে পুলিশের নিকট আটক হলেও জামিনে পূণরায় আবারো গাঁজা ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ে। সোমবার দিবাগত রাত ২ টার দিকে ওসমানপুর ফাঁড়িপুলিশের উপ-পরিদর্শক এসআই খসরু আলমের নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় নিজ বাড়ির থেকে ছইরুদ্দিন মাঝিকে আটক করে। পরবর্তীতে তার শরীর তল্লাশি করে ৩শ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ।

এঘটনায় ছইরুদ্দিন মাঝির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মামলায় সোমবার বিকেলে

চুয়াডাঙ্গা কোর্টের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

দামুড়হুদায় সড়ক দুর্ঘটনায় আহত একজনের ২৯ দিন পর মৃত্যু

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের লোকনাথপুর সহশিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে মহান বিজয় দিবস পালনের সময় অবৈধ লাটা হাম্বারের ধাক্কায় স্কুলের নাইটগার্ড আশরাফুল গুরুতর আহত হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৯দিন পর ঢাকার ইসলামিয়া হাসপাতালে গতকাল শনিবার রাত ১২টার দিকে আশরাফুল মৃত্যু বরণ করেন।

উল্লেখ, উপজেলার লোকনাথপুর সহশিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে গত ১৬ই ডিসেম্বর একই স্কুলের নাইট গার্ড লোকনাথপুর গ্রামের মুংলা মির’র ছেলে আশরাফুল (৩০) এবং নবম শ্রেণীর ছাত্র একই গ্রামের মতিয়ার রহমানের ছেলে সিজান (১৬) কে ইট ভর্তি অবৈধ লাটা হাম্বা দিয়ে পেছন থেকে দ্রুত গতিতে ধাক্কা দেয় একই গ্রামের রেজাউলের ছেলে সাব্বির (১৮)। ঘটনাস্থলে দুজন মারাত্মক আহত হয়। আহতদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সিজানকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে রেফার্ড করেন, এবং আশরাফুল চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি আছে বলে জানা যায়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। নাইট গার্ড আশরাফুল কে ৫/৬ দিন চিকিৎসার পরে অবস্থার অবনতি হলে রাজশাহী রেফার্ড করা হয়। পরে ঢাকায় রেফার্ড করা হয়। প্রায় ৪ সপ্তাহ চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ঢাকার ইসলামিয়া হাসপাতালে মৃত্যু বরণ করেন।

সরজমিনে গিয়ে এলাকাবাসীর কাছে জানতে চাইলে তারা বলেন, মহান বিজয় দিবসে স্কুল কতৃপক্ষ ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে খোরমা বিতরণ করছিল। তখন খুরমা বিতরণে কম হয়ে গেলে ছাত্র ছাত্রীরা হট্টগোল শুরু করে। এরই একপর্যায়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে স্কুলের বাইরে গেটে ছাত্র-ছাত্রীরা হট্টগোল শুরু করে। তখন পেছন থেকে ইট ভর্তি অবৈধ লাটা হাম্বা নিয়ে নাবালক অনভিজ্ঞ ড্রাইভার একই স্কুলের ১০ম শ্রেণীর

ছাত্র সাব্বির পিছন দিক থেকে সজোরে হট্টগোলের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে দেয়।

তখন লোকনাথপুর স্কুলের নাইট গার্ড আশরাফুল ও একই গ্রামের নবম শ্রেণীর ছাত্র সিজান গুরুতর আহত হয়। বেশ কয়েক সপ্তাহ চিকিৎসাধীন অবস্থায় আশরাফুল মৃত্যু বরণ করলো। এভাবে মেন রাস্তায় গাড়ির আসল ড্রাইভার এবং গাড়ির মালিক থাকা অবস্থায় কিভাবে একজন নাবালক ছেলেকে গাড়ি চালাতে দিল। এলাকাবাসী আরও জানান, মেন রাস্তায় এসব অবৈধ গাড়ি যেন না চলে এবং গাড়ি গুলো যেন কোন অবস্থাতেই নাবালক ড্রাইভারদের হাতে দেওয়া না হয় সে বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এবিষয়ে চালক সাব্বিরের পিতা রেজাউল বলেন, আমার ছেলেই গাড়ি চালাচ্ছিল।
রাস্তার উপর ছেলেপেলে হট্টগোল করছিল,আমরা মনে করেছিলাম সবাই সরে যাবে। কিন্তু কেউ রাস্তা থেকে সরেনি। যার কারনে দূর্ঘটনা ঘটে গেছে।

এবিষয়ে নিহত আশরাফুলের পিতা মুংলা বলেন, আমর ছেলে মারা গেছে এই ব্যাপারে আমার কারো উপর কোন অভিযোগ নেই।

রবিবার বাদ জোহর লোকনাথপুর ঈদগাহ ময়দানে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং লোকনাথ পুর কবরস্থানে দাফন কার্য সম্পন্ন হয়।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, বিষয়টি আমর জানানেই। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ডিষ্টিলারীর জি এম বাদশা এখন রাজা

কোন কর্মকর্তা একই জায়গায় দীর্ঘদিন চাকুরী করলে সেখানে দূর্নীতি অবধারিত। তাই দূর্ণীতি রোধে সরকারি চাকুরীতে বদলি ব্যবস্থা রাখা

আছে। তবে দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ডিস্টিলারী বিভাগের প্রধান জিএম ফিদা হাসান বাদশা দীর্ঘ ১৮ বছর ঘুরেফিরে অবস্থান করছেন একই প্রতিষ্ঠানে।

তার নিয়োগ চিনিকলের বিএমআর প্রকল্পের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (পিডি) হিসাবে হলেও অতিরিক্ত হিসাবে আকড়ে রেখেছেন ডিস্টিলারী বিভাগের প্রধান চেয়ার। ফলে একই ব্যাক্তি গুরুত্বপূর্ণ ২টি চেয়ার ধরে রাখায় হয়েছে বাদশা থেকে রাজা। অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে প্রকল্পের পিডি হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও কি কারণে ধরে রেখেছেন ডিস্টিলারীর চেয়ার। কি মধু এ চেয়ারে ?

দর্শনা কেরুজ চিনকলে ২০০৫ সালে যোগদান করেন ফিদা হাসান বাদশা। যোগদানের পর পদউন্নতি পেয়ে বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্ব পালন করে আসছেন তিনি। ২৬/০৫/২০১৯ তারিখ থেকে ডিস্টিলারী বিভাগে জিএম হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

এরিমধ্যে পদউন্নতি পেয়ে সদর দপ্তর থেকে চিনিকলের বিএমইকরণ প্রকল্পের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর (পিডি) দায়িত্ব পান তিনি। তার মূলদায়িত্ব এ প্রকল্পে হলেও অনৈতিক সুবিধা থাকায় ডিস্টিলারীর চেয়ার কৌশলে আকড়ে আছেন।

একটি সূত্র জানিয়েছে, ডিস্টিলারী বিভাগে প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার মালামাল ক্রয় হয়ে থাকে। এসব মালামাল ক্রয় কমিটিতে তার যাচাই বাচাই এবং দেখভাল করার গুরুদায়িত্ব থাকে। জনশ্রতি আছে ডিস্টিলারী বিভাগের প্রত্যেকটি মালামাল ক্রয় কমিটিতে তার অবস্থান থাকে। যার ফলে সরবরাহ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে বিশেষ সখ্যতা। যার ফলে প্রতিষ্ঠানে নিন্মমানের মালামাল সরবরাহ হয়ে থাকে এতে প্রতিষ্ঠানের লোকশান হলেও আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ বনে গেছেন তিনি। ডিষ্টিলারীর ক্রয় দুর্নিতি রোধে তার অপসারণ জরুরী বলে সাধারণ শ্রমিক কর্মচারীরা মনে করছেন।

তারা মন্তব্য করে বলেন, দীর্ঘদিন একই চেয়ারে থাকলে অনেকের সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠার সুবাদে দৃর্নীতি বাঁশা বাঁধে।

এব্যাপারে ফিদা হাসান বাদশা তার বিরুদ্ধে ওঠা সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, যা খুশি লেখেন কোন ব্যাপার না।

[redacted]

[redacted]

রমজান আলী বলেন, উদয়পুর রাস্তায় ব্যবহার করা হচ্ছে ২/৩ নম্বর ইটের খোয়া। যা প্রকাশ্যে ব্যবহার করলেও প্রকৌশলীরা নিশ্চুপ রয়েছে। ১ বছর পার না হতেই উপড়ে যাবে রাস্তার খোয়া।

এবিষয়ে ঠিকাদার সামসুল হকের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, সাংবাদিক কি ইঞ্জিনিয়ার। নিউজ করে কোন লাভ নাই।

তিনি আরো বলেন, রাস্তায় জেলা ও উপজেলা থেকে ইঞ্জিনিয়াররা এসে দেখা শোনা করছে। নিম্নমানের ইট ব্যবহার করলেও কিছু করতে পারবে না।

আলমডাঙ্গা উপজেলা প্রকৌশলী এলজিইডি আরিফউদ্দৌলা জানান, রাস্তায় কোন নিম্নমানের ইটের খোয়া ব্যবহার করা হচ্ছে না। যদি নিম্নমানের ইটের খোয়া ব্যবহার করে তাহলে ল্যাব টেস্টের কথা জানান প্রকৌশলী।

দামুড়হুদায় ভৈরব নদীর পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো (ওয়্যার) নির্মান কাজের উদ্বোধন

দামুড়হুদা উপজেলার পাটাচোরা-সুবলপুর গ্রামের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া ভৈরব নদীর উপর পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো (ওয়্যার) নির্মান কাজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলি আজগার টগর প্রধান অতিথী হিসাবে উপস্থিত থেকে ২৮কোটি ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা ব্যায়ে এই নির্মান কাজের উদ্বোধন করেন।

প্রধান অতিথি বলেন, প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার উন্নয়নরে সরকার, দেশে কোন কাচা রাস্তা নেই। গ্রাম থেকে সহর পর্যন্ত পিচ রাস্তা যাতায়াতে যেখানে এক ঘন্টা সময় লাগতো এখন ১০ মিনিটে সেই রাস্তা পাড়ি দেওয়া যায়। এই সরকারের আমলে বিশ্বের বড় বড় ধনী দেশের মত আমাদের দেশেও মেট্রোরেল চালু হয়েছে। উন্নয়নের ধারাবাহিকতায়

দামুড়হুদায় ৮৫ কিঃ মিঃ ভৈরব নদি পূর্ণঃ খনন করা হয়েছে। এবার এই নদের উপর ওয়্যার নির্মান কাজের উদ্বোধন করা হলো। এটা আপনাদের সম্পদ রক্ষা করা দায়িত্ব আপনাদের।

চুয়াডাঙ্গা পানিউন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রেকৌশলী আরিফ আহাম্মেদের সভাপতিত্বে, উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মাহাফুজুর রহমান মঞ্জু, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক হাজী সহিদুল ইসলাম ও দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি ফেরদৌস ওয়াহিদ।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যপক মন্সী আবু সাইফের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন, জুড়ানপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন, কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, নাটাদা ইউপি চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম শফি,কার্পাসডাঙ্গা ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ও দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ।

দর্শনায় কেরুজ চিনিকলের মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সমাবেশ

দর্শনায় কেরুজ চিনিকলের মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের কোটা ভিত্তিক চাকুরী না দেওয়ার প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বেলা ১১ টার দিকে দর্শনা কেরুজ চিনিকল মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রতিষ্টানিক সন্তান কমান্ডের কার্যালয়ে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যুদ্ধকালীন কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে

উপস্থিত থেকে আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, ২০১৯-২০ মৌসুমে আমরা আন্দোলন করলে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মুন্ত্রী আ.খ.ম মোজাম্মেল হক, শিল্পমুন্ত্রী নুরুল মজিদ চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী আলী আগগার টগর (এমপি) মহাদয়ের নির্দেশ দেন এসমস্ত মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের দর্শনা কেরুজ চিনিকলে সেটাপের অনুকুলে নিয়োগ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। কিন্তু ম্যানেজমেন্ট তা না করে ৩২০ টকা মুজুরীতে মিল চলাকালীন সময়ে মৌসুমী চুক্তিভিত্তিক পদে তাদেরকে যোগদান করায়। এ যোগদানকৃতদের মধ্যে ২০২২-২৩ মাড়াই মৌসুমে ৯ জনকে চাকুরী থেকে বাদ দিয়ে দেয় এবং বাকী যারা কর্মরত রয়েছে তাদের কোন কাগজপত্র না দেওয়া বেতন পাওয়া নিয়ে অনিশ্চিতায় পড়েছে। তারই প্রতিবাদে মুক্তিযোদ্ধা প্রতিষ্ঠানিক সন্তান কমান্ড কার্যালয়ে প্রতিবাদ সমাবেশ করেন মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানেরা।

এ সময় বক্তব্যে রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা তানজিন আহম্মেদ, জয়নাল আবেদিন, আব্দুল খালেক, আব্দুল হান্নান, আনোয়ারুল ইসলাম বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটির সাবেক সভাপতি রুস্তম আলী, আব্বাস উদ্দিন, রেজাউল করিম সবুর, হাজি এরশাদ আলী মাস্টার, আনরুল ইসলাম, মতিয়ার রহমান, মহাসিন আলী, নাসির উদ্দীন, আলাউদ্দীন।

উপস্থিত ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের মধ্যে মঞ্জুরুল হক, নাজিম উদ্দীন, মোহাম্মদ আলী, রবিউর ইসলাম। তারা আরও বলেন এ দাবি আদায় না হলে বৃহত্তরভাবে আন্দোলন গড়ে তুলা হবে।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মুক্তিযোদ্ধা সন্তান লিটন।

আলমডাঙ্গায় ছোট ভাইয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, অভিমানে আত্ম*হত্যা

আলমডাঙ্গা উপজেলার জোড়গাছায় লিজা খাতুন (১৩) নামে এক স্কুলছাত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার

রাত সাড়ে ১২ টার দিকে ঘোলদাড়ি পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌছে মরদেহ উদ্দার করে।

ঘোলদাড়ি পুলিশ ক্যাম্পের সহকারি উপ-পরিদর্শক (এএসআই) নাজির উদ্দিন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

লিজা খাতুন আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদহ ইউনিয়নের জোড়গাছা গ্রামের উত্তরপাড়ার লিটন আলীর মেয়ে। সে ঘোলদাড়ি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর ছাত্রী ছিল।

পুলিশ জানায়, মোবাইলে গেমস খেলা নিয়ে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে লিজার দ্বন্দ্ব হয়। এতে দুই ভাই-বোনের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। এরই জের ধরে গতকাল রাত ১১ টার দিকে সকলের অগচরে শয়ন কক্ষের সিলিং ফ্যানে ওড়না বেধে গলায় ফাঁস দেয় লিজা খাতুন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল পৌছে মরদেহ উদ্ধার করে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য শাহ জামাল বলেন, মাস দুয়েক আগে লিজা খাতুনের মাকে ডিভোর্স দেন তার বাবা। এরপর থেকেই দুই ভাই বোন দাদির কাছে থাকে। ধারণা করা হচ্ছে এই কারণেই মেয়েটা আত্মহত্যা করেছে। তবে প্রকৃত ঘটনা পুলিশের তদন্তের পর জানা যাবে।

ঘোলদাড়ি পুলিশ ক্যাম্পের সহকারি উপ-পরিদর্শক (এএসআই) নাজির উদ্দিন বলেন, ছোটভাইয়ের সঙ্গে মোবাইলে গেম খেলা নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছিল লিজার। অভিমানেই সে আত্মহত্যা করেছে বলে প্রাথমিকভাবে জেনেছি।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, লিজা নামে এক স্কুলছাত্রী আত্মহত্যা করেছে বলে জেনেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি দল পাঠানো হয়েছে।